কোপার ফাইনাল মাতাবেন শাকিরা

পর্দা নামতে যাচ্ছে কোপা আমেরিকার ৪৮তম আসরের। ফাইনালে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার মোকাবিলা করবে কলম্বিয়া। সোমবার (১৫ জুলাই) বাংলাদেশ সময় সকাল ৬টায় মায়ামির হার্ড রক স্টেডিয়ামে শিরোপা জয়ের লক্ষ্যে মাঠে নামবে এই দু’দল।

চলমান আসরে এখনো পর্যন্ত অপরাজিত আছে আর্জেন্টিনা ও কলম্বিয়া। ফাইনালে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দেখতে মুখিয়ে আছে ফুটবলপ্রেমীরা। শুধু তাই নয় ফাইনালে থাকছে আরও একটি চমক। দর্শকদের চাঙা রাখতে মেগা কনসার্টের আয়োজন করেছে কোপার আয়োজক কনমেবল কর্তৃপক্ষ। যেখানে মঞ্চ মাতাবেন কলম্বিয়ান পপ তারকা শাকিরা।

ম্যাচের ‘হাফ টাইম শো’তে গাইবেন এই পপ তারকা। কনসার্টের আয়োজনের জন্য হাফ টাইমের বিরতি ১৫ মিনিট থেকে বাড়িয়ে ২৫ মিনিট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কনমেবল।

ম্যাচের হাফ টাইমে হতে যাওয়া এই আয়োজন নিয়ে কনমেবলের সভাপতি আলেজান্দ্রো ডমিঙ্গোজ বলেন, ‘শাকিরা দক্ষিণ আমেরিকান দুর্দান্ত এক সঙ্গীত তারকা, যার খ্যাতি রয়েছে পুরো বিশ্বে। বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে তার গান গাওয়া হয়, নাচেও ব্যবহৃত হয় তাল মিলিয়ে। এমন শিল্প কোনো সীমানায় আবদ্ধ থাকে না, আন্দোলিত করে মিলিয়ন মানুষকে। আমরা নিশ্চিত যে কোপা আমেরিকার ২০২৪ আসরে তার এমন উপস্থিতি ফুটবলের প্রতি মানুষের সুস্থ আবেগ ও এর মাধ্যমে ঐক্যের বার্তা দেবে।’

সূত্র: ইত্তেফাক

সৌদি আরবে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হবে অলিম্পিক

২০২৫ সালে সৌদি আরবে প্রথমবারের মতো অলিম্পিক ক্রীড়া

প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। শুক্রবার (১২ জুলাই) আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি (আইওসি) এ ঘোষণা দিয়েছে।

আইওসি সভাপতি টমাস বাখ এক বিবৃতিতে বলেন, অলিম্পিক গেমসে সৌদির সঙ্গে কাজ করতে পেরে আমরা খুব ভাগ্যবান। অলিম্পিক গেমস এই অভিজ্ঞতা থেকে ব্যাপকভাবে উপকৃত হবে।

সৌদি আরবের ক্রীড়ামন্ত্রী প্রিন্স আবদুল আজিজ বিন তুর্কি আল ফয়সাল বলেন, আমরা একটি তরুণ জাতি, যেখানে ২৩ মিলিয়নেরও বেশি খেলোয়াড় রয়েছে। আমাদের দেশ পেশাদার খেলাধুলার জন্য বিশ্বব্যাপী একটি কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। এটি (অলিম্পিক আয়োজন) আমাদের তরুণ ক্রীড়াবিদ, আমাদের দেশ এবং বিশ্বব্যাপী খেলাপ্রেমীদের জন্য একটি ভালো পদক্ষেপ।

গত বছর সৌদি আরব একটি বার্ষিক স্পোর্টস বিশ্বকাপ চালু করে। এর প্রথম সংস্করণটি বর্তমানে রিয়াদে ৩ জুলাই থেকে ২৫ আগস্ট পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

সৌদি আরব বর্তমানে ফুটবল, বক্সিং এবং গলফসহ বিভিন্ন খেলাধুলায় প্রচুর পরিমাণে অর্থ বিনিয়োগ করেছে।

আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটিও কয়েক বছর ধরে সম্ভাব্য অলিম্পিকে ভক্তদের একটি তরুণ প্রজন্মের সাথে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সৌদি আরবে অলিম্পিকের আয়োজন এরই একটা প্রয়াস।

সূত্র: ইত্তেফাক

দামুড়হুদায় বঙ্গবন্ধু জাতীয় গোল্ডকাপ সেমিফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালক (অনূর্ধ্ব-১৭) ২য় সেমিফাইনাল

খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলার শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম মাঠে টুর্নামেন্টের ২য় সেমিফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। খেলায় জুড়ানপুর ইউনিয়ন একাদশ বনাম কুড়ালগাছি ইউনিয়ন একাদশ অংশ গ্রহণ করে।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে এসময় অতিথি ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শফিউল কবির ইউসুফ, কুড়ালগাছি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কামাল উদ্দিন, উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক ও দামুড়হুদা প্রেসক্লাব সভাপতি এম নুরুন্নবী, বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক ও সাবেক ফুটবলার শহীদ আজম সদু, দামুড়হুদা মডেল মসজিদের পেশ ঈমান হাফেজ মাওঃ মুফতি মামুনুর রশীদ সহ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত আমন্ত্রিত দর্শক অতিথি বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। খেলার মাঠে ছিলো দর্শকদের উপচে পরা ভীড়। ফুটবল প্রেমীরা সহ উপস্থিত সকল দর্শক টুর্নামেন্টের মনোমুগ্ধক সেমিফাইনাল খেলা উপভোগ করেন।

টুর্নামেন্টের ২য় সেমিফাইনাল খেলায় যে দুটি দল অংশ গ্রহণ করে তারা হলো জুড়ানপুর ইউনিয়ন একাদশ বনাম কুড়ালগাছি ইউনিয়ন একাদশ। খেলার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন দল গোল করতে না পারায় খেলা ট্রাইবেকার পর্যন্ত পৌছায়। ট্রাইবেকারে জুড়ানপুর ইউনিয়ন একাদশ ৪ গোল করে এবং কুড়ালগাছি ইউনিয়ন একাদশ ২ গোল করে। এতে জুড়ানপুর ইউনিয়ন একাদশ ফাইনালে উত্তীর্ণ হয়।

আগামী রবিবার বিকাল সাড়ে ৪টার সময় টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হবে। ফাইনাল খেলায় অংশ গ্রহণ করবে কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন একাদশ বনাম জুড়ানপুর ইউনিয়ন একাদশ।

দামুড়হুদায় বঙ্গবন্ধু জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের

সেমিফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালক (অনূর্ধ্ব-১৭) সেমিফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৪ টার সময় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলার শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম মাঠে টুর্নামেন্টের সেমিফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। সেমিফাইনাল খেলায় কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন একাদশ বনাম নাটুদাহ ইউনিয়ন একাদশ অংশ গ্রহণ করে।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে এসময় অতিথি ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শফিউল কবির ইউসুফ, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল করিম বিশ্বাস, নাটুদাহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম। উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক ও দামুড়হুদা প্রেসক্লাব সভাপতি এম নুরুন্নবী, দামুড়হুদা মডেল থানার এসআই রিয়াজুল ইসলাম, সাবেক ফুটবলার ও চুয়াডাঙ্গার সাবেক পৌর কমিশনার শহিদুল কাদের জোয়ার্দার, বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক ও সাবেক ফুটবলার শহীদ আজম সদু, দামুড়হুদা মডেল মসজিদের পেশ ইমাম হাফেজ মাওঃ মুফতি মামুনুর রশীদ সহ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত আমন্ত্রিত দর্শক অতিথি বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। খেলার মাঠে ছিলো দর্শকদের উপচে পরা ভীড়। ফুটবল প্রেমীরা সহ উপস্থিত সকল দর্শক টুর্নামেন্টের মনোমুগ্ধক সেমিফাইনাল খেলা উপভোগ করেন।

টুর্নামেন্টের সেমিফাইনাল খেলায় যে দুটি দল অংশ গ্রহণ করে তারা হলো কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন একাদশ বনাম নাটুদাহ ইউনিয়ন একাদশ। খেলার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নাটুদাহ ইউনিয়ন একাদশ একটি গোল করে ও কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন একাদশ দুইটি গোল করে এবং বিজয়ী হয়ে ফাইনালে তাদের খেলা নিশ্চিত করেন। আজ বিকাল সাড়ে ৪ টার সময় টুর্নামেন্টের ২য় সেমিফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হবে।

অস্ট্রেলিয়া যাবে তিন ফরম্যাটে ম্যাচ খেলতে এইচপির ক্রিকেটাররা

জাতীয় দলের পাইপলাইন মজবুত করতে বেশ মনোযোগী বিসিবি। কাজ করছে লম্বা সময় ধরেই। সেই ধারাবাহিকতায় দলের বাইরে থাকা ও বয়সভিত্তিক খেলোয়াড়দের নিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে হাই পারফরম্যান্স দল। আগামী শনিবার এই দলটি অস্ট্রেলিয়া যাবে তিন ফরম্যাটের একটি লম্বা সফরে। এই সফরে দুইটি চার দিনের ম্যাচ, তিনটি এক দিনের ম্যাচ ও ছয়টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলবে এইচপি দল।

চার দিনের ম্যাচে প্রতিপক্ষ পাকিস্তান শাহীনস (এ দল), ওয়ানডে খেলবে নর্দার্ন টেরিটরির বিপক্ষে এবং টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ পাকিস্তান শাহীনস ও বিগ ব্যাশের একাধিক দল। যেখানে সেমিফাইনাল ও ফাইনাল বাদেই ছয়টি ম্যাচ খেলার সুযোগ পাবেন ক্রিকেটাররা। সেমিফাইনাল ও ফাইনাল খেললে ম্যাচ আরও দুইটি বাড়বে। আর দেশ ছাড়ার আগে গতকাল এ সফর নিয়ে মিরপুরে গণমাধ্যমের মুখোমুখি হয়েছিল হাই পারফরম্যান্স ইউনিটের প্রধান নাঈমুর রহমান দুর্জয়।

নিজেদের আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সফর নিয়ে তিনি বলেন, ‘আমরা সবসময় ক্রিকেট বোর্ড থেকে জাতীয় দলের ভবিষ্যৎ খেলোয়াড়দের জন্য সুযোগ তৈরি করতে চাই প্রত্যেকটা লেভেল থেকে। তারই একটা ধারাবাহিকতায় অস্ট্রেলিয়ার ডারউইনে এই সফরটি ঠিক করেছি। যেখানে নর্দান টেরিটোরি আমাদের হোস্ট করছে। সেখানে আমরা দুইটি চার দিনের ম্যাচ, তিনটা ওয়ানডে ম্যাচ এবং পরবর্তীকালে বিগ ব্যাশের পাঁচটি দলসহ আয়োজিত একটি টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করব। সঙ্গে পাকিস্তানের ‘এ’ দলও থাকবে।’

এ সময় উদীয়মান ও ছন্দ হারানো খেলোয়াড়দের জন্য এ সফরটা বেশ বড় সুযোগ হিসেবে দেখছেন এইচপি প্রধান। তিনি বলেন, ‘এটা আমাদের খেলোয়াড়দের জন্য একটা বড় সুযোগ। এখানে কিছু জাতীয় দলের যারা খেলছে, সেখানকার খেলোয়াড় নেওয়া হয়েছে। কারণ, ২০২৭ এ আমাদের যে অস্ট্রেলিয়া সফর আছে, ঐ খেলাটাও কিন্তু ডারউইনে হবে। তাদেরও একটা প্রস্তুতি। কারণ, অনেক সময় আমরা দেখি আমাদের নতুন খেলোয়াড় বা একেবারে প্রথমবার খেলতে গিয়ে একটা অচেনা পরিবেশে অভিষেক হচ্ছে।

তো সে জিনিসগুলো যেন না হয়, তার কারণে কিন্তু আমরা এইচপির প্রোগ্রামে প্রত্যেক বছরই একটা সফর থাকে, কিন্তু এটা নতুন একটা ইনক্লুশন এবং আমরা তাদের জানিয়েছি যে, আমরা ভবিষ্যতেও এটা চালিয়ে যেতে চাই, এ সিরিজটা। আসলে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে খেলোয়াড়দের জন্য সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা। সেটাকে কাজে লাগিয়ে খেলোয়াড়রা তাদের ভবিষ্যতের জন্য দেশকে সার্ভিস দেওয়ার জন্য তৈরি করবে, সেটাই আমরা আশা করি।’

এদিকে বয়সভিত্তিক দলে অনেক দিন ধরেই দেশের ক্রিকেটে ভালো হচ্ছে, তাদের হাত ধরে ২০২০-এ বিশ্বকাপ জেতার পাশাপাশি গেল বছর এশিয়া কাপও এসেছে দেশে শুধু তা-ই নয়, প্রতিটি টুর্নামেন্টেই বয়সভিত্তিক দল শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিপক্ষে নিজেদের সামর্থ্যের জানান দিয়ে আসছে। তবে তা ধরে রাখতে পারে না আর জাতীয় দলে আসার পরই হারিয়ে যায়। অনেক সময় এ জন্য দায়ী করা হয় বিসিবিকে। তবে জাতীয় দলে প্রবেশের আগে এমন সফর থাকলে খেলোয়াড়দের ঝরে পড়ার হার কমবে বলে মনে করেন দুর্জয়।

তিনি আরও বলেন, ‘এখানে দুইটা দিকই আছে। আমাদের যেমন, বোর্ডের পক্ষ থেকে আমাদের বয়সভিত্তিক পর্যায় পার হয়ে আসার পর কিন্তু এখন আরও দুইটা-তিনটা প্রোগ্রাম আমরা যুক্ত করেনি যে, তারা যেন নিয়মিত এই প্রক্রিয়ার ভেতর থাকে। খেলোয়াড়দের ঝরে পড়া বা ওপরের লেভেলে কন্টিনিউ করতে না পারা। এটা কিন্তু আসলে দুই পক্ষের ব্যাপার। খেলোয়াড়দের যেরকম সামর্থ্য বা ইনজুরি সমস্যা হয়ে যায়, সেটা কিন্তু ভিন্ন ইস্যু। কিন্তু আমরা চাচ্ছি যে, আমাদের প্রক্রিয়াটা ঠিকঠাক হোক, আমাদের সুযোগ-সুবিধা বোর্ডের তরফ থেকে বৃদ্ধি করা এবং খেলার ভেতর থাকার যে সুযোগ সেটা আমরা ধরে রাখতে চাই। এজন্যই বললাম, এ সুযোগগুলো কাজে লাগানোর দায়িত্ব খেলোয়াড়দের, আমরা শুধু তৈরি করে দিতে পারব। কিন্তু সেটা কাজে লাগিয়ে নিজেকে পরের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া বা পরের ধাপে নেওয়া এই ফোকাস ধরে রাখা তাদের দায়িত্ব।’

রাত পোহালেই উরুগুয়ে-কলম্বিয়া মহারণ

ব্যস্ততম রজনী শেষ হতে যাচ্ছে। একদিকে কোপা আমেরিকা, অন্যদিকে ইউরো মিলে ফুটবলপ্রেমীরা জমজমাট মুহূর্ত উপহার পেয়ে আসছেন। এবার সেই আয়োজনে ভর করেছে শেষ দিকের উত্তেজনা। আগামীকাল সকাল ৬টায় কোপার শেষ সেমিফাইনালে মাঠে নামছে উরুগুয়ে-কলম্বিয়া। এই ম্যাচের মহারণ ঘিরে সবাই প্রস্তুত।

শার্লটের ব্যাংক অব আমেরিকা স্টেডিয়ামে প্রায় ৭৫ হাজার দর্শক অপেক্ষায় রয়েছেন এই ম্যাচ দেখতে। আর মোবাইল কিংবা টেলিভিশনের পর্দায় এই মহারণ দেখতে অপেক্ষায় রয়েছেন বিশ্বের কোটি কোটি ভক্ত। শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের এই পরীক্ষায় কে কতটা এগিয়ে থাকবে কিংবা কারা জ্বলে উঠতে পারে, সে বিষয়ে একনজর দেখে নেওয়া যাক।

কে কার মুখোমুখি

কলম্বিয়ার পক্ষে হামেস রদ্রিগেজ ও লুইজ দিয়াজরা যেভাবে আক্রমণের পসরা বসাবেন, তাতে মাতিয়াস অলিভেরাদের বেশ বেগ পেতে হবে। এই জায়গা থেকে উরুগুয়ের জন্য আরো অস্বস্তির খবর হলো রোনাল্ড আরাউহোর ইনজুরি। বার্সেলোনার এই তারকা ডিফেন্ডার চোট কাটিয়ে কলম্বিয়ার বিপক্ষে ফিরতে না পারলে দলকে বেশ ভুগতে হবে।

অন্যদিকে ডারউইন নুনেজ, ফেডেরিকো ভালভার্দেরা থাকবেন উরুগুয়েকে এগিয়ে নেওয়ার দায়িত্বে। এই জায়গা থেকে যোগ দিতে পারেন লুইস সুয়ারেজও। অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ দলটি তাই কলম্বিয়ার বিপক্ষে কিছুট স্বস্তিতে থাকতেই পারে। গোললাইনের নিচে অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে একদিকে ক্যামিলো ভার্গাস, অন্যদিকে উরুগুয়ের জার্সিতে সার্জিও রামন রোচেট। ভার্গাস ব্রাজিলের বিপক্ষে উড়ন্ত একটি সেভ দিয়ে দলকে পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। ব্রাজিলের বিপক্ষে নিজেকে প্রমাণ করেছেন রোচেটও। টাইব্রেকারের শট ঠেকিয়ে তিনিই দলকে টেনে এনেছেন সেমি পর্যন্ত।

পরিসংখ্যানে এগিয়ে উরুগুয়ে

কলম্বিয়ার বিপক্ষে এখন পর্যন্ত ৪৫টি ম্যাচ খেলেছে উরুগুয়ে। এর মধ্যে লা সেলেস্তেরা জিতেছে ২০ ম্যাচ। বিপরীতে কলম্বিয়ার জয়

রয়েছে ১৪টি। বাকি ১১ ম্যাচ হয়েছে ড্র। তবে এ দুই দলের মধ্যকার সবশেষ পাঁচ ম্যাচে কেবল দুটি জয় তুলে নেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। বাকি তিনটি ম্যাচ ড্র নিয়েই শেষ হয়েছে। গেল কোপা আমেরিকায় কোয়ার্টার ফাইনালের ম্যাচে জয় তুলে নিয়েছিল কলম্বিয়া। এবার দল দুটি সেমির লড়াইয়ে মুখোমুখি হয়েছে।

উরুগুয়ের সবশেষ জয়টি এসেছিল ২০২০ সালে। বিশ্বকাপ বাছাইয়ের সেই ম্যাচে ৩-০ গোলে তারা জয় পেয়েছিল। সবশেষ ম্যাচটিও ছিল বাছাইয়ের। তবে সেটিতে ২-২ গোলে ড্র হয়েছিল। এবারের আসরে গ্রুপ পর্বের তিনটি ম্যাচেই জয় পেয়েছে উরুগুয়ে। শেষ আটে ব্রাজিলকে টাইব্রেকারে বিদায় করে তারা এসেছে। অন্যদিকে কলম্বিয়া গ্রুপ পর্বে ২ জয় ও ১ ড্র নিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠে। সেখানে পানামাকে ৫-০ গোলে উড়িয়ে সেমি নিশ্চিত করেছে হামেস রদ্রিগেজের দল।

থাকবে পেশিশক্তির ব্যবহারও

কোপা আমেরিকার ফুটবলে পেশিশক্তির ব্যবহার নিয়মিতই দেখা যায়। কোয়ার্টার ফাইনালে ব্রাজিল-উরুগুয়ে ম্যাচে যেন এই শক্তিই ফুটবল থেকে বড় হয়ে উঠেছিল। এই শক্তির বেশি ব্যবহার করে কলম্বিয়া। বিগত বিভিন্ন টুর্নামেন্টে সেই প্রমাণ দলটি রেখেছে। বিশেষ করে যখন পরাজয়ের মুহূর্তে থাকে দলটি, তখনই পেশিশক্তির ব্যবহার তারা বাড়িয়ে দেয়। ২০১৪ সালে ব্রাজিল বিশ্বকাপে স্বাগতিক ব্রাজিলেরই বড় তারকা নেইমার জুনিয়রের পিঠে আঘাত করেছিলেন কলম্বিয়ার ডিফেন্ডার হুয়ান ক্যামিলো জুনিগা। তারপর নেইমার ছিলেন দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে।

সেই জুনিগা এখন দলের সঙ্গে নেই। তবে বিকল্প এই ধারা ধরে রেখেছে দলটি। তাতে আগামীকালের ম্যাচে মূল ফুটবল থেকেও পেশিশক্তির বিষয়টি থাকবে আলোচনায়। চলতি আসরে এখন পর্যন্ত কলম্বিয়া কার্ড ছাড়া কোনো ম্যাচ খেলতে পারেনি। অর্থাত্, প্রতিটি ম্যাচেই দলটির ডিফেন্ডার কিংবা মিডফিল্ডারের কেউ না কেউ হলুদ কার্ডের খড়্গে পড়েছেন। এই জায়গা থেকে গ্রুপ পর্বে কিছুটা ব্যতিক্রম ছিল উরুগুয়ে। যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষের ম্যাচ বাদে আগের দুই ম্যাচে তারা কার্ড না দেখেই ম্যাচ শেষ করেছে। কোয়ার্টারে বিষয়টি ধরে রাখতে পারেনি ডারউইন নুনেজ বাহিনী। লাল কার্ডসহ একাধিক কার্ড দেখতে হয়েছে ব্রাজিলের ম্যাচে।

সূত্র: ইত্তেফাক

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

দামুড়হুদায় বঙ্গবন্ধু জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের ২য় খেলা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালক (অনূর্ধ্ব-১৭) এর ২য় খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার দুপুর সাড়ে ৩ টার সময় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলার শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম মাঠে একই দিনে দুইটি খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

টুর্নামেন্টের ২য় খেলায় দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শফিউল কবির ইউসুফ। দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী, নতিপোতা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইয়ামিন আলী, নাটুদাহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম, জুড়ানপুর ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান আলমগীর হোসেন, উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক ও দামুড়হুদা প্রেসক্লাব সভাপতি এম নুরুন্নবী, বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক ও সাবেক ফুটবলার শহীদ আজম সদু সহ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত আমন্ত্রিত অতিথি বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। খেলার মাঠে ছিলো দর্শকদের উপচে পরা ভীড়, ফুটবল প্রেমীরা সহ উপস্থিত সকলে মনোমুগ্ধকর খেলা উপভোগ করেন।

টুর্নামেন্টের ২য় দিনে দুইটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। ১ম ম্যাচে নতিপোতা ইউনিয়ন একাদশ বনাম নাটুদাহ ইউনিয়ন একাদশের মধ্যে খেলা অনুষ্ঠিত হয়। নির্ধারিত সময়ে উভয় দলই কোন গোল করতে না পারায় খেলা ট্রাইবেকার পর্যন্ত পৌছায়। ট্রাইবেকারে নতিপোতা ইউনিয়ন একাদশ ৬ গোল করে এবং নাটুদাহ ইউনিয়ন একাদশ ৭ গোল করে বিজয়ী হয়।

২য় ম্যাচে অংশ গ্রহণ করে জুড়ানপুর ইউনিয়ন একাদশ বনাম দর্শনা পৌরসভা একাদশ। খেলার নির্ধারিত সময়ে দর্শনা পৌরসভা একাদশ কোন গোল করতে না পারলেও জুড়ানপুর ইউনিয়ন একাদশ ১ টি গোল করে এবং জুড়ানপুর ইউনিয়ন একাদশ বিজয়ী হয়।

খেলায় রেফারীর দায়িত্ব পালন করেন একরামুল হাসান নিপুন, সৈয়দ মাসুদুর রহমান, সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস, ইউসুফ আলী। টুর্নামেন্টের ম্যাচ কমিশনার সাবেক জেলা ফুটবলার জাকির হোসেন। খেলায় ধারাভাষ্য দেন মোস্তাফিজুর রহমান। আজ বেলা সাড়ে ৩টায় টুর্নামেন্টর ৩য় খেলায় দুইটি শক্তিশালী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।

৮১ বছরের রানী হামিদ যাচ্ছেন দাবা অলিম্পিয়াডে

আগামী সেপ্টেম্বরে হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্টে বসবে দাবা অলিম্পিয়াড। এখানে যাবেন মহিলা দাবার শীর্ষে থাকা পাঁচ দাবাড়ু। দুই বোন ওয়াদিফা ও ওয়ালিজা, নোশিম আঞ্জুম, নুশরাত জাহান আলো ও রানী হামিদ।

দেশের কিংবদন্তি রানী হামিদ শীর্ষ পাঁচ দাবাড়ুর তালিকায় ছিলেন না। পঞ্চম স্থানে ছিলেন শারমিন সুলতানা শিরিন। কিন্তু শিরিন পারিবারিক কারণে যেতে পারছেন না বলে দাবা ফেডারেশন জানিয়েছে। শিরিনের ঘরে এক বছরের শিশুসন্তান রয়েছে। এই অবস্থায় তার পক্ষে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না বলে ষষ্ঠ স্থানে থাকা রানী হামিদ অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছেন।

দাবার বোর্ডে রানী হামিদ
দাবা অলিম্পিয়াড খুব মর্যাদার একটি আসর। মহিলা দাবার দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন শারমিন সুলতানা শিরিন। তিনি যেতে না পারায় আক্ষেপ আছে। কিন্তু শিশুসন্তান রেখে যাওয়াটা সম্ভবও নয়। বাধ্য হয়ে এত বড় একটি সুযোগ হাতছাড়া করতে হয়েছে। দাবা ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ শাহাবুদ্দিন শামীম সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, শিরিন নাম প্রত্যাহার করায় রানী আপার নামটি অন্তর্ভুক্ত করা গেছে। শুধু তাই নয়, জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে ওয়ালিজা ও রানী হামিদ যুগ্মভাবে পঞ্চম স্থানে ছিলেন। প্লেঅফে রানী হামিদকে হারিয়ে ওয়ালিজা অলিম্পিয়াডে খেলা নিশ্চিত করেন।

গত ফেব্রুয়ারিতে ৮০ পেরিয়ে ৮১ বছরে পা দিয়েছেন রানী হামিদ। এখনো

তিনি দাবার বোর্ড নিয়ে আছেন। দাবা খেলার প্রতি এতটুকু অনীহা নেই। মহাখালী ডিওএইচএস থেকে চলে আসনে বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম-সংলগ্ন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের পুরাতন ভবনে, দাবা ফেডারেশনে। এখনো তিনি দাবার প্রতি অনেক বেশি উত্সাহী। খুব খুশি হয়েছেন অলিম্পিয়াডে যাবেন বলে। একসময় রানী হামিদের সঙ্গে খেলেছেন আন্তর্জাতিক অনেক দাবাড়ুর সঙ্গেও এবার দেখা হতে পারে। এটাই তার কাছে অনেক আনন্দের।

সূত্র: ইত্তেফাক

দামুড়হুদায় বঙ্গবন্ধু জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

দামুড়হুদায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালক (অনূর্ধ্ব-১৭) এর শুভ উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের সাংসদ সদস্য হাজী মোঃ আলী আজগার টগর।

গতকাল রবিবার বিকাল সাড়ে ৪টার সময় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলার শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম মাঠে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে টুর্নামেন্টের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন তিনি।

প্রধান অতিথি’র বক্তব্যে এমপি টগর বলেন, অনূর্ধ্ব ১৭ বয়সের ছেলেদের ফুটবল টুর্নামেন্টের আজকে উদ্বোধনী খেলা, আর এই বয়সেই খেলাধুলা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী। মাদক থেকে দূরে থাকতে হলে খেলাধুলার সাথে সম্পৃক্ততা থাকতে হবে। খেলাধূলায় মনোযোগী হলে মাদক থেকে দূরে থাকা সম্ভব। খেলায় হার জিত থাকবেই, এটা মেনে নিতে হবে। খেলার মাঠে কেউ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবানা। বক্তব্য শেষে এমপি টগর টুর্নামেন্টের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী খেলায় দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার

রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে এসময় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শফিউল কবির ইউসুফ, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান তানিয়া খাতুন, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী, কার্পাসডাঙ্গা ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল করিম বিশ্বাস, হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন, নতিপোতা ইউপি চেয়ারম্যান ইয়ামিন আলী, আব্দুল ওদুদ শাহ ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ কামাল উদ্দিন, উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক ও দামুড়হুদা প্রেসক্লাব সভাপতি এম নুরুন্নবী, উপজেলা ছাত্র লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাজু আহাম্মেদ রিংকু, বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক ও দামুড়হুদা ইউনিয়ন একাদশের কোচ ম্যানেজার শহীদ আজম সদু সহ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত আমন্ত্রিত অতিথি বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। খেলার মাঠে ছিলো দর্শকদের উপচে পরা ভীড়, ফুটবল প্রেমীরা সহ উপস্থিত সকলে মনোমুগ্ধকর খেলা উপভোগ করেন।

টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী খেলায় যে দুটি দল অংশগ্রহণ করেন তারা হলো উপজেলার দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন একাদশ বনাম হাউলী ইউনিয়ন একাদশ। খেলার নির্ধারিত সময়ে উভয় দলই দুটি করে গোল করে খেলার সমতা বজায় রাখে। পরে ট্রাইবেকারে ৫টির মধ্যে দামুড়হুদা ইউনিয়ন একাদশ ৩টা গোল করে এবং হাউলী ইউনিয়ন একাদশ ৪টি গোল করে টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী খেলায় বিজয়ী হয়।

খেলায় রেফারীর দায়িত্ব পালন করেন একরামুল হাসান নিপুন, সৈয়দ মাসুদুর রহমান, সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস, ইউসুফ আলী। টুর্নামেন্টের ম্যাচ কমিশনার সাবেক জেলা ফুটবলার জাকির হোসেন। খেলায় ধারাভাষ্য দেন মোস্তাফিজুর রহমান।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলওয়াত করেন দামুড়হুদা মডেল মসজিদের পেশ ঈমান হাফেজ মাও মোঃ মামুনুর রশীদ।